পোল্ট্রি ও ছাগল পালনে দেশীয় ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগ

ডঃ তাপস কুমার সর
সহকারী অধ্যাপক, ঔষধ ও বিষবিজ্ঞান বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

হাঁস ও মুরগী ও পালন গ্রামীন অর্থনীতি বিকাশের একটি নির্ভরশীল এবং প্রকৃতি বান্ধব মাধ্যম। খরা, মহামারী বা কৃষি জমির অনুৎপাদনের ক্ষেত্রে ছাগল পালন প্রান্তিক চাষীদের উপার্জনের রাস্তা দেখাতে পারে। কিন্তু শুধু মুরগি বা ছাগল পালন করলেই হবেনা, বাড়াতে হবে এদের উৎপাদন ক্ষমতাও। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর পথে একটা বড় বাধা হতে পারে ছাগল বা মুরগির বিভিন্ন রোগ এবং অসময়ে মৃত্যু। বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকায় চাইলেই সময়মত আধুনিক চিকিৎসার পরিষেবা পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। এই পরিস্থিতিতে অবলা পশুপাখির রোগ জ্বালা নিরাময়ে দেশীয় ভেষজ পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতেই পারে। এটা ঠিক যে শুধু দেশীয় ভেষজ চিকিৎসার প্রয়োগ করে সমস্ত রোগ জ্বালা সম্পুর্ন ভাবে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই রোগ জ্বালার মাত্রা কমিয়ে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহন করাতে প্রান্তিক চাষী বা সাধারন মানুষকে সাহায্য করে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত ছাগল, মুরগি বা হাঁস দেশীয় ভেষজ চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে। বর্ষাকালে, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াই ছাগলের ঠাণ্ডা লাগা, সর্দি, কাশি বা শ্বাস নালীর সংক্রমণ মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। শীতের সময় ছাগল, মুরগি এবং তাদের বাচ্চাদের এই রোগ প্রায়শয় সমস্যা তৈরি করে। ঠাণ্ডা লাগা বা শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঠেকাতে এবং চিকিৎসাতে আমরা তুলসি পাতার রস কাজে লাগাতে পারি। গ্রামগঞ্জে তুলসিগাছ বা তুলসি পাতার আভাব নেই। কৃষ্ণতুলসি, রাধাতুলসি, রামতুলসি ইত্যাদি গাছের পাতা নিয়ে ভালো করে পরিস্কার পানীয় জলে রস নিস্কাশন করতে হবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে। সর্দি, কাশি,হাঁচি বা শ্বাসনালীর সংক্রমনে এই তুলসি পাতার রস ৫ মিলিলিটার/প্রতি কেজি শরীরের ওজনে রোগাক্রান্ত প্রাণীগুলিকে ৭ দিন ধরে খাওয়ালে এরা রোগসংক্রামনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। শুধু চিকিৎসা নয়, বর্ষাকাল বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় এই মাত্রায় তুলসি পাতার রস খাওয়ালে অনেক ভাইরাস ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রানীগুলিকে সাহায্য করে। তুলসি পাতার রসের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টিইনফ্লেমটরি ও অ্যান্টি অ্যালার্জিক ক্ষমতার প্রমান বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া ও আমরা গবেষণা করে তুলসী পাতার রসের অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল ক্ষমতা বিশেষ করে স্টাফইলোকক্কাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রমাণ পেয়েছি। তাই শুধু শ্বাসণালীর সংক্রমণ নয় ছাগলের স্টাফইলোকক্কাস ঘটিত রোগগুলিতে তুলসী পাতার রসের সফল ভাবে প্রয়োগ সম্ভব।

ছাগল ছানা বা মুরগীর ক্ষেত্রে গাঁটফোলা, বাত ইত্যাদির সমস্যা ও মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে প্রবল গরমে প্রাণীরা জল বা খনিজের অভাবে বিভিন্ন রোগের শিকার হতে পারে। শরীরে জলের অভাব পশু পাখিতে কিডনির রোগ প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ গাঁটফোলা, বাত ইত্যাদি রোগের সম্ভবনা ও বেড়ে যায়। আবার মুরগীর বা ছাগল ছানার গাঁটে ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন ও হতে পারে। এই ধরনের রোগস্বালার মাত্রা কমাতে তেঁতুল পোকা বা তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাস দারুণ কাজে আসতে পারে। কিন্তু রোগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করাই ভালো। গ্রীষ্মকালে বা ডিহাইড্রেশান হওয়া ছাগল ছানা বা মুরগীদের ১০০০ মিলিগ্রাম/প্রতি কেজি শরীরের ওজনে পাকা তেঁতুল বা টাটকা তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাস ১৮ দিন ধরে খাওয়ানো যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে পাকা তেঁতুল বা টাটকা তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাসকে ভালো করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।আর ছেঁকে নেওয়ার অব্যবহিত পরে পরেই পশুপাখিদের খাওয়াতে হবে। এটি মাথায় রাখতে হবে যে ভরা পেটে পশুপাখিরা পুরো মাত্রায় এই জলীয় নির্যাস না ও খেতে পারে। তাই যতটা সম্ভব খালি পেটে থাকা অবস্থাতেই এই জলীয় নির্যাস খাওয়ানো ভালো। পাকা তেঁতুল ও তেঁতুল পাতায় থাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি, আলফা ক্যারোটিন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, টারটারিক ও সাইট্রিক অ্যাসিড। এছাড়াও তেঁতুল পাতার রসে থাকতে পারে ট্যানিন, ফ্ল্যাভোন উপাদান, স্যাপোনিন ও সেস্কুইটারপিন। যার ফলে পাকা তেঁতুল ও তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাসে আছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমটরি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-স্ট্রেস এমনকি ব্যাথা বেদনা কমানোর ক্ষমতা ও শুধু চিকিৎসাতেই নয়, পাকা তেঁতুল বা টাটকা তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাস একটি পুষ্টিকর ভেষজ গুণযুক্ত খাদ্য উপাদান। মুরগি বা ছাগলের পাতলা পায়খানা হওয়া আর একটি বড় সমস্যা। পাতলা পায়খানা হতে থাকলে ডিহাইড্রেশন বা শরীরে জল ও খনিজের অভাবে যেমন পাকা তেঁতুল বা তেঁতুল পাতার জলীয় নির্যাস করা যেতে পারে তেমনই রোগ জীবাণুর আন্ত্রিক সংক্রমণ আটকাতে ব্যাবহার করা যেতে পারে ইঁদুরকানি বা মুসাকানি পাতার। এই ইঁদুরকানির ৫-৭ টি পাতা থেতো করে রস বার করে নিয়ে রোগাক্রান্ত প্রাণীর ওজন অনুযায়ী ২৫-৭৫ মিলি লিটার পর্যন্ত খাওয়ানো যেতে পারে। এই মুসাকানি না ইঁদুরকানি পাতার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বা অ্যান্টিভাইরাল ক্ষমতা চোখে পরার মত। সময় মত এই পাতার রস ব্যাবহার করতে পারলে পশুপাখির আন্ত্রিক সংক্রামণ ও পাতলা পায়খানা সারিয়ে তোলা যেতে পারে।